ভোরের কাগজ

117

তারিখ ... JUL 2 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাষ্ট্রের টাকায় বই ক্রয়, শুভ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে

হারুন হাবীব

কিছুদিন আগে আমার একজন তরুণ সাংবাদিকসহকর্মী জানালো, সরকার অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েক কোটি টাকার বই কিনছে এবং সে এর ওপর একটি খবর পরিবেশন করবে কিনা সে ব্যাপারেও অনুমতি চাইলো। এরপর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে খবরটি আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি। সত্যি বলতে কি, যেকোনো দেশের সরকার থেকে সৃজনশীল প্রকাশনায় পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে নিঃসন্দেহে তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমাদের সরকার, বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এমন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ায় অবশ্যই তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ সৃজনশীল বই কেনার পদক্ষেপ কোনো একটি সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে— এটি গোটা জাতির মননশীলতা বিকাশের জন্যই একটি শুভ সংবাদ।

এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, বর্তমান অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার ওপর বই ইতিমধ্যে ক্রয় করেছে এবং দেশের ৫০০ কলেজ শিক্ষা লাইব্রেরিতে সেগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। জানা গেছে, এই বইগুলো কেবল সৃজনশীল সাহিত্যই নয়, একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য বিষয়কও। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমান কলেজ ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানা উচিত এবং এই তরুণমতিদের জাতির মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা উচিত। বিশেষত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যেভাবে বিকৃত করা হয়েছে, সে কারণে সৃজনশীল সাহিত্যের বাইরেও জাতীয় ইতিহাসের বইপুস্তক একান্ত জরুরি।

বিশিষ্ট সৃজনশীল প্রকাশক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বন্ধুবর মফিদুল হকের একটি লেখা পড়ে এ ব্যাপারে আরো কিছুটা বাড়তি ধারণা জন্মালো আমার। মফিদুল হকের ভাষায়, বাংলাবাজারের বইপাড়ায় ইদানীং এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে ব্যস্ততার শেষ নেই। সারি সারি সাজানো হচ্ছে বই, মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে তালিকা, প্যাকেট করে ঠিকানা অনুসারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার বই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বলতেই হবে, বই নিয়ে সরকারি পর্যায়ে এটি একটি বড়ো আয়োজন। আগামীতে এই আয়োজন আরো বাড়বে, আরো ব্যাপক হবে— এমনটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলে অবশ্যই আশা করতে পারি।

সত্যি বলতে কি, মফিদুল হকের লেখাটা পড়ে আরো অনেক কিছুই বিস্তারিতভাবে জানা গেলো। জানা গেলো, আগে টেন্ডারের নামে কিভাবে সরকারি টাকার অপব্যবহার হতো, হাতে গোনা কয়েকজন পুস্তক ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারী কিভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সৃজনশীল বই কেনার নাম করে সরকারি টাকা হাতিয়ে নিতো। এবারও নাকি আগের মতোই যেনতেনভাবে সরকারের বই কেনার পর্বটা সমাধা হতে যাচ্ছিল, যদি না দেশের সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের পক্ষ থেকে সচেতনতা অবলম্বন করা হতো। সরকারি বই ক্রয়খাতে যেন বরাদ্দ বাড়ে এবং সরকারি টাকার যেন সদ্ব্যবহার হয় সেটিও তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে পুস্তক কেনার বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পরিবেশে শিক্ষামন্ত্রী এবং জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালকের বিশেষ হস্তক্ষেপে এবারের বই কেনার ব্যাপারটি বেশ সুচারুভাবেই সমাধা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে মন্তব্য করা হয়েছে। সৃজনশীল প্রকাশকদের পক্ষ থেকে অনেকেই বলেছেন, বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো সরকারি তথা প্রাতিষ্ঠানিক পুস্তক ক্রয়ের সুফল ব্যাপকভাবে লাভ করলেন তারা। অর্থাৎ আগে যা শত চেষ্টার পরও সম্ভব হয়নি, আজ তা হচ্ছে।

তবে এতো সাবধানতার পরও 'জোরদার লবিং'-এর কল্যাণে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব নাকি বিস্তার করা হয়েছে— এমন কিছু অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বইগুলো বাছাই হওয়ার পরও কেন এমন অভিযোগ উঠছে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। আমি অবশ্য এটি কখনো বিশ্বাস করি না যে, সব অভিযোগই সব সময় সত্য প্রমাণিত হয়। তবে আশা করবো, মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করবে এবং ভবিষ্যতে যেন এমনটি না ঘটে সেটিও অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

তবে এতো সাবধানতার পরও 'জোরদার লবিং'-এর কল্যাণে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব নাকি বিস্তার করা হয়েছে— এমন কিছু অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বইগুলো বাছাই হওয়ার পরও কেন এমন অভিযোগ উঠছে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

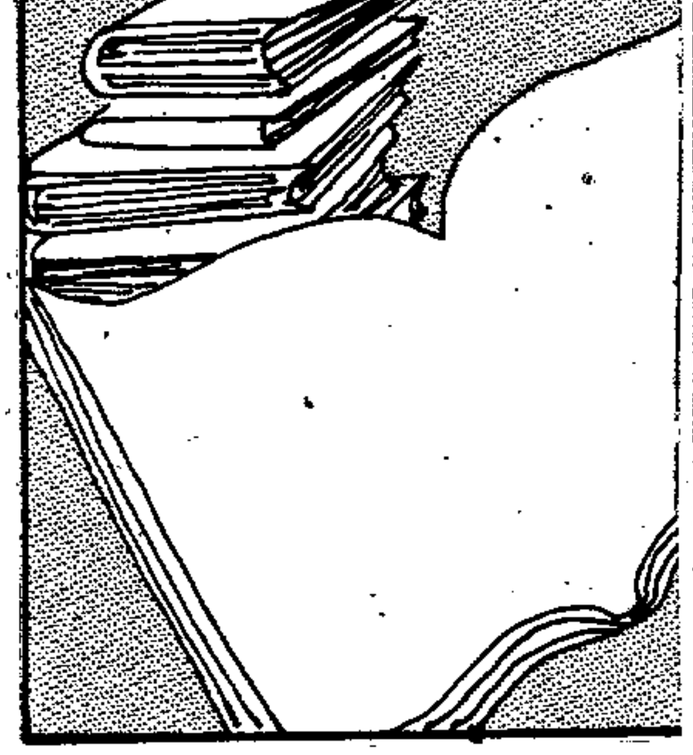

একটি কথা এরপরও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, অতীতের যেকোনো বারের চেয়ে এবার বই কেনার ব্যাপারটি সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়েছে, তবে বই বাছাইয়ের বিষয়টি যেন পরবর্তী সময়ে আরো স্বচ্ছ হয়, যাদের জন্য বইগুলো কেনা হচ্ছে তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিও যেন কর্তৃপক্ষ মনে রাখেন, সেদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এ সংক্রান্ত কমিটিকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। তা না হলে বাড়তি বরাদ্দের টাকা পরিপূর্ণ কাজে আসবে না।

বিভিন্ন লেখালেখির পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে। লেখালেখি করা বা সৃজনশীল সাহিত্য রচনার অধিকার আমরা কে কাকে দেবো বা দিতে পারি? এ অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কে রাখে বা সৃজনশীলতার সার্টিফিকেট কে কাকে দিতে পারে? সাহিত্য লেখালেখি কিংবা সৃষ্টিশীলতার অধিকার আদপেই কি বিশেষ কোনো পেশা বা গোত্রের, নাকি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাও অবান্তর? কিংবা এমন কোনো প্রশ্নের কি উত্তর খোঁজ প্রয়োজন আছে যে, কোনো একটি বিশেষ পেশা থেকে সাহিত্য বা লেখালেখি করলে তা বেমানান হয় না কিংবা পরিপূর্ণভাবে তা পরিশুদ্ধ হয়?

কোনো দেশের সরকারপ্রধান যদি সাহিত্যামোদী, লেখক বা শিল্পপ্রেমিক হন, কোনো রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যদি লেখালেখি করেন, জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন, কোনো বিচারপতি বা রাজনীতিক যদি লেখক-গবেষক হন, কিংবা কোনো সরকারি আমলা যদি সাহিত্যিক বা লেখক হন, কোনো পেশাজীবী সাংবাদিক কিংবা অধ্যাপক যদি লেখক হন, শিল্পী হন...তাহলে কোন অধিকারে আমরা বলবো তারা তাদের সৃষ্টিশীলতার কাজটি করতে পারে না? সৃজনশীলতা আদপেই কখনো কোনো বিশে পেশার ব্যাপার নয়, নেশার যদিওবা কিছুটা পেশাভিত্তিক তো নয়ই। হ্যাঁ, লেখালেখি কখনে একটি পেশা হতে পারে বৈইকি, কিন্তু বিশে কোনো একটি বা দুটি পেশার বা কাজের লোক কেবল লেখালেখি করতে পারবেন— এম ভাবার কারণ নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কখনো কখনো কে কেউ এ ধরনের একটি অকাজের ধারণাও পোষ করে থাকি। একজন রিকশাচালক যদি বাঁ বাজান, একজন রাজনীতিবিদ যদি সফ উপন্যাস লেখেন, একজন স্থপতি যদি কবি হ একজন কূটনীতিক যদি গল্পকার-প্রাবন্ধিক হ তাহলে কোন মানদণ্ডে আমরা বলবো— ন তারা তা পারেন না?

অন্যান্য দেশের শিল্প-সাহিত্যের পুরোধাদে কথা বাদই দিই। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অসী এবং চিরন্তন গর্ব সেই রবীন্দ্রনাথ ছিলে জমিদার। যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের উপন্যাসে আদি মহীরুহ, তিনি ছিলেন সরকারি আমলা।